পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয়
নৈতিক আচরণের বিধিমালা
(Global Code Of Ethics for Tourism)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
(National Tourism Organization)
প্রধান কার্যালয়
২৩৩, বিমান বন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা।

নতুন সহস্রাব্দের জন্য প্রস্তুতি

পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা এই সময়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত অনুরূপ ঘোষণাদি ও বিশ্বে বলবৎ শিল্প বিধি হতে অনুপ্রেরণা পায় এবং বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে পরিবর্তনশীল সমাজে আমাদের নতুন চিন্তাচেতনাকে সম্পৃক্ত করে।

আগামী ২০ বৎসরে আন্তর্জাতিক পর্যটন আয়তনে প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বাভাসের পরিস্থিতিতে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সদস্যগণ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে এবং একই সংগে পর্যটন সম্ভাব্য স্থানসমূহের অধিবাসীদের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানে পর্যটন শিল্পে পালনীয় নৈতিকতার বিশ্ব বিধিমালার প্রয়োজন আছে।

১৯৯৭ সালে ইস্তামবুলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সাধারণ সভায় এই নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী দুই বৎসরব্যাপী পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং বিশ্ব পর্যটন সংস্থার বাণিজ্যিক কাউন্সিল, আঞ্চলিক কমিশনসমূহ ও নির্বাহী পর্ষদের সংগে পরামর্শ করে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মহা-সচিব ও আইন উপদেষ্টা একটি খসড়া দলিল প্রণয়ন করেন।

১৯৯৯ সালের এপ্রিলে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন কমিশনের বৈঠকে এই নীতিমালার ধারণাটি সমর্থিত হয় এবং ব্যক্তিখাত, বেসরকারী সংস্থা ও শ্রমিক সংগঠনগুলির কাজ হতে আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্ব পর্যটন সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়। এই খসড়া নীতিমালাটির উপর বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ৭০টিরও বেশী সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য স্বতন্ত্র সত্তাসমূহের লিখিত মন্তব্য গ্রহণ করা হয়।

ব্যাপক পরামর্শ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ফলাফল হিসাবে প্রাপ্ত পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালার ১০টি ধারা ১৯৯৯ সালে স্যান্টিয়াগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।

এই নীতিমালায় নয়টি অনুচ্ছেদে গন্তব্য, সরকার, ট্যুর অপারেটর, ডেভেলপার, ট্রাভেল এজেন্ট, কর্মী এবং ভ্রমণকারীদের আচরণের রূপরেখা বিবৃত হয়েছে। দশম অনুচ্ছেদটি দুঃখ-দূর্দশার প্রতিকার সংশিষ্ট এবং এই প্রথমবারের মত দিক নিদের্শনা করছে যে এই ধরণের নীতিমালা আরোপ করার জন্য একটি কার্যকরণ পদ্ধতি থাকবে। এটা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং প্রতিটি পর্যটন সংশিষ্ট দল, সরকার, ব্যক্তিখাত, শ্রমিক সংগঠন অথবা বেসরকারী সংস্থা এর সমন্বয়ে পর্যটন নৈতিকতার উপর সৃষ্ট একটি বিশ্ব কমিটির সালিসির ভিত্তিতে হবে।

পর্যটন ক্ষেত্রে পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা যা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল একটি সক্রিয় দলিল হওয়া। এটি পড়ুন। ব্যাপক ভাবে প্রচার করুন। এর বাস্তবায়নে অংশ নিন। কেবলমাত্র আপনার সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করতে পারি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং শান্তি ও বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় এই খাতের অবদানকে বর্ধিত করতে পারি।

ফ্রান্সেস্কো ফ্রাঞ্জিয়ালি
মহা-সচিব
বিশ্ব পর্যটন সংস্থা।

১। **ভূমিকা ঃ**

চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোতে ০১ অক্টোবর, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় সদস্যবৃন্দ নিম্নোক্ত মনোভাব, অভিমত ও বিবেচনাদি প্রকাশ করেছেন ঃ

(১) সদস্যবৃন্দ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার বিধিমালার অনুচ্ছেদ ৩-এ বিবৃত উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি পুনরায় জোরালো অংগীকার ব্যক্ত করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সমঝোতা, শান্তি, প্রগতি ও সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধসহ জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও ভাষা নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পালন ইত্যাদিতে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে পর্যটন সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার চুড়ান্ত ও কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি সচেতনতা প্রকাশ করেন।

(২) সদস্যবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারার মানুষের মধ্যে সরাসরি, স্বতঃস্ফুর্ত এবং মধ্যস্থতাবিহীন যোগাযোগ গড়ে তুলে পর্যটন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে বন্ধুত্ব ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় মূখ্য শক্তি হিসাবে কাজ করে।

(৩) জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সালে রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত "আর্থ-সামীট"-এ গৃহীত এজেন্ডা ২১ এর বক্তব্য যথা, পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের যৌক্তিকতার প্রতি সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

(৪) সদস্যবৃন্দ অবসর, ব্যবসা, সংস্কৃতি, ধর্ম অথবা স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্যটন কর্মকান্ডের অতীত ও ভবিষ্যত উভয় সময়ের দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য, স্থানীয় সমাজ ও আদিবাসী জনগণ এবং পর্যটকের উৎস ও গন্তব্য দেশের পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজে পর্যটনের ইতি ও নেতিবাচক উভয় প্রকার শক্তিশালী প্রভাব বিবেচনায় আনেন।

(৫) সদস্যবৃন্দ দায়িত্বপূর্ণ, টেকসই ও সর্বজনীন অধিকার সম্বলিত পর্যটন বিকাশের উদ্দেশ্যে সকলের পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পর্যটন পরিকাঠামোয় প্রত্যেক ব্যক্তির অবসর সময় অবকাশ যাপনের বা ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

(৬) সদস্যবৃন্দ আশ্বস্ত হন যে, পর্যটন শিল্প বাজার, অর্থনীতি, বেসরকারী সংস্থা এবং মুক্ত বাণিজ্যিক পরিবেশে পরিচালিত হলে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে এবং পর্যটন শিল্প ও বেসরকারী সংস্থা এর সুফল সম্পদ ও চাকুরী সৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে।

(৭) সদস্যবৃন্দ আরও আশ্বস্ত হন যে, বেশকিছু মূলনীতি এবং নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন পালিত হলে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী শর্তাদির উদারিকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ার কারণে সেবা খাতের আওতায় পরিচালিত পর্যটন শিল্প কোন অবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ এবং টেকসই পর্যটন কার্যক্রমের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হবে না। এখাতেও অর্থনীতির সঙ্গে ইকোলজী, পরিবেশের সঙ্গে উন্নয়ন এবং উম্মুক্ত বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সুরক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

(৮) সদস্যগণ বিবেচনা করেন যে, উপরে বর্ণিত এরূপ একটি পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রশাসন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও পর্যটন সেক্টরে নিয়োজিত জনবল, বেসরকারী সংস্থা, স্বাগতিক সম্প্রদায়, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং স্বয়ং পর্যটকদেরই পর্যটন উন্নয়নে স্বতন্ত্র এবং পরস্পর নির্ভরশীল সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং তাদের সকলের জন্যই স্বতন্ত্র অধিকার ও দায়িত্ব নিরূপণে অবদান রাখবে।

(৯) সংস্থার ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গৃহীত ৩৬৪ (XII) প্রস্তাবনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত অংশীদারিত্ব প্রসারের উদ্দেশ্যে কাজ করার বিষয়ে সদস্যবৃন্দ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং উৎস ও গন্তব্য দেশ ও তাদের স্ব-স্ব পর্যটন শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে স্বচ্ছ ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

(১০) সদস্যবৃন্দ মনে করেন যে, ১৯৮০-তে বিশ্ব পর্যটন এবং ১৯৯৭-তে পর্যটনের সামাজিক প্রভাবের উপর ম্যানিলা ঘোষণাদ্বয় এবং এতদ্বব্যতীত বিশ্ব পর্যটন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫ সালে সোফিয়াতে গৃহীত পর্যটন অধিকারের সনদপত্র এবং পর্যটন নীতিমালার আলোকে একটি পরস্পর নির্ভরশীল মূলনীতিমালা থাকা প্রয়োজন যার দ্বারা উল্লেখিত আনুষ্ঠানিক দলিলাদির ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হবে এবং একবিংশ শতাব্দির উষালগ্নে পর্যটন উন্নয়নে নিয়োজিত সকলেই তাদের আচরণ বিধির মডেল তৈরী করবে।

২। আচরণবিধিতে ব্যবহারের জন্য অটোয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯৯১) গৃহীত এবং জাতিসংঘ এর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশন কর্তৃক তাদের ২৭তম সেশনে (১৯৯৩) অনুমোদিত ভ্রমণের জন্য প্রয়োগযোগ্য সংজ্ঞাদি ও শ্রেণীবিন্যাসসমূহ বিশেষ করে "ভিজিটর", "ট্যুরিস্ট" এবং "ট্যুরিজম" এর ধারণাদি ব্যবহার করা হবে।

৩। আচরণবিধি প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত আনুষ্ঠানিক দলিলাদি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে ঃ

- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) ;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬) ;
- নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৬) ;
- বিমান পরিবহনের উপর ওয়ারসো সমঝোতা (১২অক্টোবর, ১৯২৯) ;
- বেসামরিক বিমান চলাচলের উপর শিকাগো সমঝোতা (৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৪) এবং একই বিষয়ে টোকিও, দি হেগ এবং মন্ট্রিল সমঝোতাসমূহ ;
- পর্যটনের জন্য কাস্টমস্ সুবিধাদির উপর সমঝোতা (৪ জুলাই, ১৯৫৪) এবং সংশ্লিষ্ট প্রটোকল ;
- বিশ্ব সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সমঝোতা (২৩ নভেম্বর, ১৯৭২) ;
- বিশ্ব পর্যটনের উপর ম্যানিলা ঘোষণা (১০ অক্টোবর, ১৯৮০) ;

- বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় (সোফিয়া) গৃহীত পর্যটন অধিকারের সনদপত্র এবং পর্যটন নীতিমালা (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫) ;
- শিশু অধিকার সনদের উপর সমঝোতা (২৬ জানুয়ারী, ১৯৯০) ;
- বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ৯ম সাধারণ সভার (বুয়েনস আয়ারস) প্রস্তাবাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে ভ্রমণ সুবিধাদি এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশ (৪ অক্টোবর, ১৯৯১) ;
- পরিবেশ এবং উন্নয়নের উপর রিও ঘোষণা (১৩ জুন, ১৯৯২) ;
- সেবা বাণিজ্যের উপর সাধারণ সমঝোতা (১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪) ;
- জীব বৈচিত্রের উপর সমঝোতা (৬ জানুয়ারী, ১৯৯৫) ;
- বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ১১তম সাধারণ সভার (কায়রো) সংঘবদ্ধ যৌন পর্যটন নিবারণ বিষয়ের উপর প্রস্তাব (২২ অক্টোবর, ১৯৯৫) ;
- শিশুদের বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্টকহোম ঘোষণা (২৮ আগষ্ট, ১৯৯৬) ;
- পর্যটনের সামাজিক প্রভাবের উপর ম্যানিলা ঘোষণা (২২ মে, ১৯৯৭) ;
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও) কর্তৃক যৌথ সমঝোতা, জবরদস্তি শ্রম ও শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ, আদিবাসি জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতা এবং সুপারিশসমূহ।

৪। সদস্যবৃন্দ দৃঢ়তার সংগে পর্যটনের অধিকার এবং পর্যটকদের ভ্রমণের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উন্মুক্ত ও উদার আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য ন্যায়সঙ্গত, দায়িত্বপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব পর্যটন আচরণবিধি সংবর্ধিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং এই লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে "পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা" অনুমোদন এবং গ্রহণ করেন।

অনুচ্ছেদ-১

মানুষ ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং শ্রদ্ধাবোধের ক্ষেত্রে পর্যটনের অবদান

ধারা-১ ঃ ধর্মীয়, দার্শনিক এবং নৈতিক বিশ্বাসের বৈচিত্রের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধের মনোভাব পোষণ করে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নৈতিক মূল্যবোধ আত্মস্থঃকরণ এবং উৎসাহ দান হচ্ছে দায়িত্বশীল পর্যটনের ভিত্তি ও ফলাফল; পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই এবং পর্যটকগণ নিজেরাই সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগণসহ সকল জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আচরণবিধি পালন করবে এবং এর গুরুত্ব স্বীকার করবে।

ধারা-২ ঃ স্বাগতিক অঞ্চল এবং দেশের আইন, প্রচলিত নিয়মনীতি ও প্রথার প্রেক্ষাপটে তৈরী মর্যাদার প্রতীকাদি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পর্যটন কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়া উচিত।

ধারা-৩ ঃ স্বাগতিক সম্প্রদায় এবং স্থানীয় পেশাজীবীগণ তাদের এলাকায়/দেশে ভ্রমণে আগত পর্যটকগণের সঙ্গে পরিচিত হবেন ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শণ করবেন এবং তাদের জীবনযাপন প্রণালী, রুচি, ভ্রমণে তাদের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় জানতে সচেষ্ট হবেন; পেশাজীবীদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হবে যার দ্বারা পর্যটকগণকে আতিথেয়তাপূর্ণ সম্ভাষণ জানাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধারা-৪ ঃ পর্যটক, ভ্রমণকারী এবং তাদের মালামাল রক্ষা করা স্বাগতিক দেশের সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য; অপরিচিত পরিবেশে বিদেশী পর্যটকদের অসহায়তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে তাদের নিরাপত্তার প্রতি সকল কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে; পর্যটকদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা, বীমা ও সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রচলন করতে হবে; পর্যটক ও পর্যটন শিল্পের কর্মীদের উপর কোন ধরণের হামলা, আঘাত, অপহরণ বা ভীতি প্রদর্শণ এবং পর্যটন স্থাপনাদি অথবা সাংস্কৃতিক অথবা প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানসমূহের ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন অবশ্যই কঠোরভাবে নিন্দিত এবং স্ব-স্ব দেশের আইন অনুযায়ী দন্ডিত হবে।

ধারা-৫ ঃ ভ্রমণকালে পর্যটক ও ভ্রমণকারীগণ কোন প্রকার অপরাধমূলক কাজ অথবা ভ্রমণকারী দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হয় এরূপ কোন কাজ সম্পাদন করবে না এবং স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক অশোভনীয় অথবা ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত কোন কাজ বা স্থানীয় পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে এরূপ কোন কাজ করা হতে বিরত থাকবেন; তারা অবশ্যই সব ধরণের মাদকদ্রব্য, অস্ত্র, এনটিকস্, সংরক্ষিত প্রজাতি এবং বিপজ্জনক বা নিষিদ্ধ পণ্য বা দ্রব্যাদির অবৈধ ব্যবসা হতে বিরত থাকবেন।

ধারা-৬ ঃ পর্যটক ও ভ্রমণকারীগণ যাত্রার প্রাক্কালেই তারা যে সব দেশ ভ্রমণের জন্য মনোনীত করেছেন সে সব দেশ সম্পর্কে মোটামুটি পরিচিত হয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে বিবেচনা করবেন; নিজের পরিচিত পরিবেশের বাইরে ভ্রমণে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে এবং এরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং আচরণ করবেন যাতে এসব ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অনুচ্ছেদ-২

পর্যটন ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক পূর্ণতার বাহন

ধারা-১ ঃ পর্যটন যার কর্মকান্ড সচরাচর অবসর ও বিশ্রাম, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগের সংগে সম্পর্কযুক্ত, সে জন্য এটা পরিকল্পিত এবং ব্যক্তিক ও সামষ্টিক সন্তুষ্টির প্রাধিকার মাধ্যম হিসাবে অনুশীলন করতে হবে, যখন এটা উন্মুক্ত মন নিয়ে অনুশীলন করা হয়, সে ক্ষেত্রে পর্যটন স্ব-শিক্ষা, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং জনগোষ্ঠি, সংস্কৃতি ও তাদের বৈচিত্রের মধ্যকার বৈধ পার্থক্যের ব্যাপারে শিক্ষা লাভের একটি অপ্রতিস্থাপনীয় উপাদান হিসাবে প্রতিভাত হয়।

ধারা-২ ঃ পর্যটন কর্মকান্ড নারী পুরুষের সমতার প্রতি সম্মান দেখাবে, এর সকল কর্মকান্ড দ্বারা মানবাধিকার সংবর্ধিত করা এবং বিশেষভাবে, সমাজের সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠী তথা শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জনগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র সুরক্ষা করা উচিত।

ধারা-৩ ঃ মানুষকে যে কোন প্রকারে শোষণ, বিশেষ করে যৌন নির্যাতন এবং যা নির্দিষ্ট করে শিশুদের উপর প্রয়োগ করা হয় তা পর্যটনের মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী এবং পর্যটনের অপলাপ; এই কারণে পর্যটনের নামে মানুষকে শোষণ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় জোরালোভাবে প্রতিরোধ করা এবং ভ্রমণকৃত দেশ ও যে দেশে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে উভয় দেশের জাতীয় আইনের আওতায়, এমনকি এরূপ রুচি বিকৃত কাজ দেশের বাইরে সংঘটিত হয়ে থাকলেও কোন প্রকার ছাড় ব্যতিরেকে দন্ডিত হওয়া উচিত।

ধারা-৪ ঃ ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় অথবা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বিশেষ ধরণের পর্যটনের উপকারী উপাদান যা উৎসাহের দাবি রাখে।

ধারা-৫ ঃ শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পর্যটক বিনিময়ের উপকারিতা, এই কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুফল এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ-৩

পর্যটন উন্নয়নের একটি টেকসই উপাদান

ধারা-১ ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খা সমভাবে পূরণের জন্য নির্ভরযোগ্য, ধারাবাহিক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা করা উচিত।

ধারা-২ ঃ পর্যটন শিল্প উন্নয়নে বিরল ও মূল্যবান সম্পদ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বিশেষ করে পানি ও শক্তির সুব্যবহার, যথাসম্ভব বর্জ্য পরিহার ও এরূপ কর্মকান্ডকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাধিকার এবং উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

ধারা-৩ ঃ পর্যটক এবং ভ্রমণকারীদের বেতনসহ ছুটি ও স্কুল ছুটি একই সময়ে না ঘটিয়ে পর্যটনের ধারণ ক্ষমতার আলোকে আগে-পরে ছুটি বিন্যস্ত ও বিতরণে সমতা রক্ষা করা উচিত; এতে পরিবেশের উপর পর্যটন কার্যক্রমের চাপ হ্রাস পাবে এবং পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ধারা-৪ ঃ পর্যটন অবকাঠামো এবং কর্মকান্ড এমনভাবে পরিকল্পিত হতে হবে যা ইকোসিস্টেম ও জীব বৈচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা ও বিপন্ন বন্য প্রাণীর প্রজাতিকে সংরক্ষণে সাহায্য করে; পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশেষতঃ পেশাজীবীগণ স্পর্শকাতর এলাকা যথা মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, গ্রীস্মমন্ডলীয় বনাঞ্চল অথবা জলাভূমি, প্রাকৃতিক রিজার্ভ বা সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টিতে লাভজনক এমন এলাকাসমূহে পর্যটন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং সংযম আরোপে একমত হবেন।

ধারা-৫ ঃ পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধিকরণ এবং উন্নয়নে প্রকৃতি এবং ইকো পর্যটন সহায়ক তবে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও স্থানীয় জনগণ এবং পর্যটন এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪

পর্যটন, মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহারকারী এবং উৎকর্ষ অর্জনের অংশীদার

ধারা-১ ঃ পর্যটন সম্পদ মানবজাতির সাধারণ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত; তবে স্ব-স্ব এলাকায় জনগোষ্ঠীর পর্যটন সম্পদাদির উপর তাদের বিশেষ অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব থাকবে।

ধারা-২ ঃ পর্যটন নীতিমালা এবং কর্মকান্ড শৈল্পিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট ঐতিহ্যগুলি সুরক্ষিত থাকবে, স্মৃতিসৌধ, সমাধিমন্দির, তীর্থস্থান, যাদুঘর, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণে এবং উন্নয়নে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে এবং এইগুলি পর্যটকদের পরিদর্শণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে; বেসরকারী মালিকানার প্রতি সম্মান সমুন্নত রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সাংস্কৃতিক সম্পদ ও স্মৃতিসৌধ এবং উপাসনার স্বাভাবিক প্রয়োজনের অধিকার ক্ষুন্ন না করে ধর্মীয় ভবনাদি জনসাধারণের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

ধারা-৩ ঃ সাংস্কৃতিক স্থাপনাদি এবং স্মৃতিসৌধ দর্শণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের ন্যুনতম কিছু অংশ এই সকল ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ধারা-৪ ঃ পর্যটন কর্মকান্ড এরূপভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক দ্রব্যসামগ্রী, শিল্প কৌশল এবং লোক সংস্কৃতি বিলুপ্ত না করে বরং তা টিকিয়ে রাখতে এবং সমৃদ্ধি অর্জনে ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫

পর্যটন, স্বাগতিক দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য একটি কল্যাণমুখী কর্মকান্ড

ধারা-১ ঃ পর্যটন কর্মকান্ডের সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং এরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সৃষ্ট চাকুরীতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধাদিতে তাদের ন্যায়সংগত অংশীদারিত্ব থাকা উচিত।

ধারা-২ ঃ পর্যটন নীতিমালার প্রয়োগ এরূপ হওয়া উচিত যার ফলে ভ্রমণকৃত অঞ্চলের জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি এবং তাদের চাহিদা পূরণ হয়; উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পনা, স্থাপত্য কৌশল নির্বাচন, পর্যটন স্থাপনা পরিচালনা এবং আবাসনের বিষয়গুলি অঙ্গীভূত করা। সমদক্ষতার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনশক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ধারা-৩ ঃ সনাতন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হ্রাস পাওয়ায় সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, দ্বীপাঞ্চল এবং সংবেদনশীল গ্রামীণ বা পার্বত্যঞ্চলগুলির উন্নয়নে বিরল সুযোগ থাকায় এসব স্থানে সুনির্দিষ্ট অসুবিধাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ধারা-৪ ঃ পর্যটন সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীগণ, বিশেষ করে বিনিয়োগকারীগণের সরকারী বিধিমালার আওতায় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির উপর তাদের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পাদি কি ধরণের প্রভাব ফেলে তার সমীক্ষা চালানো উচিত; তারা সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এবং এর পূর্বপরিজ্ঞেয় প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের সঙ্গে তাদের কর্মসূচীর ব্যাপারে আলোচনাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৬

পর্যটন উন্নয়নে অংশীদারগণের দায়-দায়িত্ব

ধারা-১ ঃ পর্যটন পেশাজীবীদের দায়িত্ব হলো পর্যটকদেরকে তাদের গন্তব্যস্থান, ভ্রমণের শর্তাবলী, আতিথেয়তা এবং অবস্থান সম্পর্কে বাস্তব এবং সঠিক তথ্য প্রদান, তাদের গ্রাহকদের সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রদেয় সেবার মান, মূল্য ও প্রকৃতি অথবা একতরফাভাবে চুক্তিভংগের কারণে ক্ষতিপূরণ বিষয়ে উভয় পক্ষের নিকট সহজবোধ্য হয়, এ সকল বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা-২ ঃ পর্যটন পেশাজীবীগণ যেহেতু পর্যটন শিল্পের উপরই নির্ভরশীল, সেহেতু যারা সেবা গ্রহণে আগ্রহী সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধান এবং খাদ্য নিরাপত্তার সচেতনতা দেখাবেন। অনুরূপভাবে তারা বীমা এবং সাহায্য ব্যবস্থার উপযুক্ত পদ্ধতি বলবৎ রাখার নিশ্চয়তা বিধান করবেন, তারা রাষ্ট্রীয় আইনের নির্ধারিত নিয়মে অভিযোগের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবেন এবং সম্পাদিত চুক্তির দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দিবেন।

ধারা-৩ ঃ পর্যটন পেশাজীবীগণ, তাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সে অনুযায়ী, পর্যটকদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চাহিদা পূরণে অবদান রাখবেন এবং পর্যটকদের ধর্ম পালনে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা-৪ ঃ উৎস এবং স্বাগতিক দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ পর্যটন পেশাজীবী ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদির সহযোগিতায় এরূপ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া বলবৎ রাখা নিশ্চিত করবে যাতে কোন প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তাদের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত ভ্রমণকারী পর্যটকদের দেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়।

ধারা-৫ ঃ সরকারের, বিশেষ করে সংকটকালে, অধিকার এবং কর্তব্য হল যে, দেশের জনগণকে বিদেশ ভ্রমণের অনুষঙ্গ হিসাবে কঠিন সমস্যায় বা বিপদে পড়ার বিষয়টি অবহিত করা, অন্যায্যতা ও অতিরঞ্জন পরিহার করে স্বাগতিক দেশের পর্যটন শিল্প এবং এর পর্যটক পেশাজীবীবর্গ ভ্রমণ উপদেশাবলী বিষয়ে স্বাগতিক দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্বালোচনার মাধ্যমে ভ্রমণের অসুবিধা ও বিপদ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা সরকারের দায়িত্ব; সরকার কর্তৃক ভ্রমণ বিষয়ক উপদেশাবলী জারীর পূর্বে তা পর্যটন পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, যে ভৌগলিক এলাকায় নিরাপত্তাহীনতার উদ্ভব ঘটেছে এবং যে ধরণের বিপদের আশংকা আছে শুধুমাত্র তার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক উপদেশাবলী তৈরী করতে হবে; স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরপরই এরূপ উপদেশাবলী প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

ধারা-৬ ঃ সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে ভ্রমণ সংক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম এবং অন্যান্য আধুনিক ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের বিভিন্ন ঘটনা এবং পরিস্থিতি যা পর্যটক প্রবাহকে প্রভাবিত করে এরূপ ঘটনা সম্পর্কে সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করা উচিত। তাদের পর্যটন সেবা গ্রহীতাদেরকে সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান করা উচিত; পর্যটন তথ্য প্রবাহে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ই-কমার্স ব্যবহার করা এবং এর উন্নতিসাধন করা উচিত; প্রচার মাধ্যমগুলির মাধ্যমে কোনভাবে যৌনতা নির্ভর পর্যটনকে উৎসাহ বা সহায়তা দেওয়া উচিত হবেনা।

অনুচ্ছেদ-৭

পর্যটনের অধিকার

ধারা-১ ঃ পৃথিবীর সকল জনগণের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত, সরাসরি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই গ্রহের সম্পাদাদির আবিস্কার প্রত্যক্ষ করা এবং আনন্দলাভের সুযোগ একটি আইনগত অধিকার; অবসর সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটনে অংশগ্রহণ সর্বোত্তম প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং এর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

ধারা-২ ঃ অবসর ও বিশ্রামের অধিকার পর্যটনের সর্বজনীন অধিকার হিসাবে গণ্য করতে হবে। দি ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এর আর্টিক্যাল ২৪ এবং ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্যান্ট্ অন ইকনোমিক, সোশাল এন্ড কালচারাল রাইটস্-এর আর্টিক্যাল ৭ডি মোতাবেক সীমারেখার মধ্যে কাজের সময় এবং পর্যবৃত্ত বৈতনিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার থাকতে হবে।

ধারা-৩ ঃ সরকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সামাজিক পর্যটন বিশেষ করে সম্মিলিত পর্যটন যা অবসর, ভ্রমণ এবং ছুটির দিনের পর্যটনকে বিপুলভাবে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

ধারা-৪ ঃ পারিবারিক, যুব, ছাত্র ও প্রবীণ পর্যটন এবং প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া এবং সহজ করা উচিত।

অনুচ্ছেদ-৮

পর্যটকদের চলাচলের স্বাধীনতা

ধারা-১ ঃ দি ইউনির্ভাসাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এর অনুচেছদ-১৩ অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের ধারাসমূহ মেনে নিয়ে পর্যটক এবং ভ্রমণকারীগণের নিজ নিজ দেশের ভূখন্ডের মধ্যে এবং এক রাষ্ট্র হতে অন্য রাষ্ট্রে চলাচলের সুবিধা পাওয়া উচিত, অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা বা কোন প্রকারের বৈষম্য না করে পর্যটকগণকে ট্রানজিট এবং থাকার জায়গা দেওয়া এবং পর্যটনে ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

ধারা-২ ঃ পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ অথবা বহির্গমনের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত; পর্যটকগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর সাহায্য ও সেবা দ্রুত ও সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের উপকার, বলবৎ কূটনৈতিক সমঝোতার ব্যবস্থার অধীনে পর্যটকগণের তাদের স্ব-স্ব দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যে কোন সময় যোগাযোগ বাধাহীন হওয়া উচিত।

ধারা-৩ ঃ স্বাগতিক দেশের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণে গোপনীয়তার যে অধিকার ভোগ করে, অনুরুপভাবে একই অধিকারের সুযোগ পর্যটক এবং ভ্রমণকারীদের পাওয়া উচিত; বিশেষ করে এ সকল তথ্য যখন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

ধারা-৪ ঃ রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের প্রণীত সীমান্ত অতিক্রমের প্রশাসনিক পদ্ধতি যেমন- ভিসা বা স্বাস্থ্য এবং কাস্টমস্ আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যতদূর সম্ভব ততটুকু সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে যাতে ভ্রমণের সর্বোত্তম স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত রাখতে সহায়ক হয়; ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত দেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এ সকল পদ্ধতি সঙ্গতিপূর্ণ এবং সহজিকরণে উৎসাহ প্রদান করা উচিত, পর্যটন শিল্পকে দন্ডিত বা এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে দুর্বল না করার জন্য আরোপিত নির্দিষ্ট খাজনা ও করসমূহ পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত বা সংশোধন করা উচিত।

ধারা-৫ ঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে পর্যটকগণের তাদের ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ প্রাপ্তির সুযোগ থাকা উচিত।

অনুচ্ছেদ-৯

পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত কর্মী এবং সংগঠকগণের অধিকার

ধারা-১ ঃ জাতীয় এবং স্থানীয় প্রশাসনসমূহের তত্ত্বাবধানে পর্যটন শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে কর্মরত বেতনভুক্ত এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা উচিত; পর্যটন কর্মীদের মৌসুমভিত্তিক কর্মকান্ড, তাদের বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি এবং কাজের প্রকৃতির কারণে তাদের প্রায়শঃ খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; এ ধরণের কর্ম পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাসমূহের উৎস এবং স্বাগতিক দেশ বিশেষ যত্নসহকারে বিবেচনা করবে।

ধারা-২ ঃ পর্যটন শিল্পে কর্মরত বেতনভুক্ত এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রাথমিক এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ অর্জনের অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে; তাদেরকে যথেষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, চাকুরীর অনিশ্চয়তা যতদূর সম্ভব দূর করা এবং এই খাতের মৌসুমী কর্মীদের, বিশেষ করে সামাজিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় এনে, সুনির্দিষ্ট পদমর্যাদা দেওয়া উচিত।

ধারা-৩ ঃ বিদ্যমান জাতীয় আইনের আওতায় বা জন্মসূত্রে বৈধ নাগরিক, যদি তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে, তবে তার পর্যটন খাতে পেশাজীবী কর্মকান্ড উন্নয়নের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত; উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীগণের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী মাত্রার উদ্যোগের ক্ষেত্রে, ন্যুনতম আইনগত ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর পর্যটন খাতে বিনিয়োগের উন্মুক্ত অধিকার থাকা উচিত।

ধারা-৪ ঃ বিভিন্ন দেশের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শ্রমিক, তারা বেতনভুক্ত হোক বা না হোক, তাদেরকে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ প্রদানে বিশ্ব পর্যটন শিল্প পৃষ্ঠপোষকতার অবদান রাখে; প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং জাতীয় আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক যতটুকু সম্ভব এ সকল যোগাযোগ সহজতর করা উচিত।

ধারা-৫ ঃ আন্তজার্তিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির একটি অদ্বিতীয় উপাদান সৌহার্দ রক্ষার লক্ষ্যে, পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই শিল্পে তাদের প্রভাবশালী অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করবেনা। তারা স্বাগতিক দেশে মূলধন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের বিনিময়ে স্বাগতিক সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শের কৃত্রিম বাঁহক হওয়া এড়িয়ে যাবেন। তারা স্থানীয় উন্নয়নে ব্রতী হবেন এবং অতিরিক্ত মুনাফা প্রত্যাবাসন এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানী যা যে দেশে তারা প্রতিষ্ঠিত সেই দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান ক্ষুন্ন করে এরূপ অবস্থা পরিহার করবেন।

ধারা-৬ ঃ উৎস এবং গ্রহীতা দেশের প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষাকারী টেকসই পর্যটন উন্নয়নে এবং এর ফলস্বরূপ প্রাপ্য সুবিধাদি বিতরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

অনুচ্ছেদ-১০

পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণ বিধিমালা বাস্তবায়ন

ধারা-১ ঃ পর্যটন উন্নয়নে সরকারী এবং বেসরকারী অংশীদারগণের এই সকল আচরণ বিধিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করা উচিত।

ধারা-২ ঃ পর্যটন উন্নয়নের অংশীদারগণকে আর্ন্তজাতিক আইনের সাধারণ নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থানকারী বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যারা পর্যটন উন্নয়ন ও প্রচারে মানবাধিকার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখছে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

ধারা-৩ ঃ পর্যটন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পালনীয় নৈতিক আচরণের বিধিমালা প্রয়োগ অথবা ব্যাখ্যার বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ সংগঠন যা ওয়ার্ল্ড কমিটি অন ট্যুরিজম এথিক্স নামে পরিচিত-এর বরাবরে উপস্থাপনের জন্য পর্যটন উন্নয়নের অংশীদারগণকে আগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে।